ভারতে রাশিয়ার বিনিয়োগ বাড়াতে ফাস্ট ট্র্যাক ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: ভারতে রাশিয়ার সংস্থাগুলির বিনিয়োগ বাড়াতে একটি 'এক জানালা' বিশিষ্ট ফাস্ট ট্র্যাক ব্যবস্থা গঠনের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। রাশিয়ার সংস্থাগুলিকে ভারতে বিনিয়োগের সুবিধা করে দিতে বিশেষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিনিয়োগের জন্য স্থাপিত এই ফাস্ট ট্র্যাক ব্যবস্থা দেখভাল করবেন কেন্দ্রীয় শিল্পনীতি ও প্রসার দফতরের সচিব। নতুন দিল্লিতে শুক্রবার ভারত-রাশিয়া শীর্ষ বাণিজ্য বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রভু একথা জানান। ভারতীয় শিল্প মহাসঙ্ঘ, কেন্দ্রীয় শিল্পনীতি ও প্রসার দফতর এবং 'ইনভেস্ট ইন্ডিয়া' যৌথভাবে এই বাণিজ্য বৈঠকের আয়োজন করেছে। প্রভু আরও জানান, ভারতে ইতিমধ্যেই রাশিয়ার বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বিশেষ যে 'ডেস্ক' স্থাপন করা হয়েছিল, ঘোষিত নতুন এই ব্যবস্থাটি তার অতিরিক্ত।

প্রভু জানান, আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডর স্থাপন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক ইউনিয়নের সঙ্গেও শীঘ্রই উন্মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এই বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে, যে বিপুল বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তাতে এই অঞ্চলের সমস্ত দেশই লাভবান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে, দুই দেশের মধ্যে আন্ত:আঞ্চলিক অংশীদারিত্বও বৃদ্ধি পাবে। ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে হাইড্রোকার্বন, স্বর্ণ ও হিরে, কাঠ, ফার্মা, কৃষি সহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিমান পরিবহণ, রেল এবং লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিরাট সুযোগ-সুবিধা রয়েছে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

এই উপলক্ষে রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মাক্সিম ওরেশকিন বলেন, ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে রাশিয়া একটি বিশেষ রণকৌশল তৈরি করছে। দ্বৈত কর প্রত্যাহার চুক্তি স্বাক্ষরের পাশাপাশি, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার বিষয়টিতেও রাশিয়া ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা গড়ে তুলতে আগ্রহী বলে তিনি জানান। এছাড়াও, উভয় দেশের জাতীয় মুদ্রার বিনিময়ে বাণিজ্যিক লেনদেনেও রাশিয়া গুরুত্ব দিচ্ছে।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে একটি মজবুত স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলাই দুই দেশের সরকারের কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ২০১৪-র ডিসেম্বরে দুই দেশের নেতৃবৃন্দ ২০২৫ নাগাদ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি ভারত সফরে রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এ যাবৎকালের মধ্যে সব থেকে বড় বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলও এ দেশে সফরে এসেছেন।

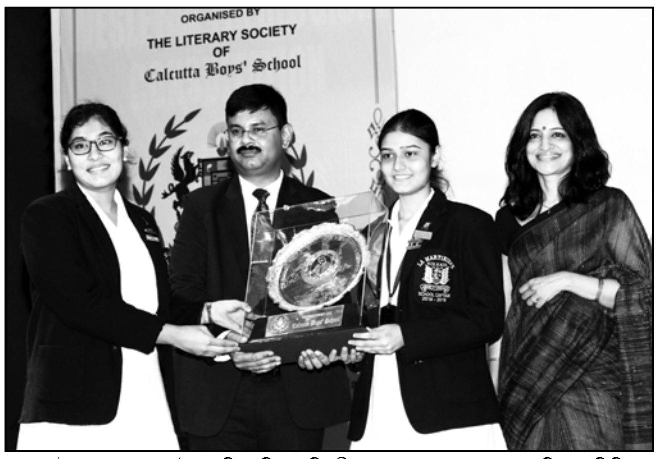

ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলে কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ী স্কুলের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজা ম্যাগি।

বাতিল সাঁতরাগাছি-চেন্নাই অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার: দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে ৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ২২৮৪১ সাঁতরাগাছি-চেন্নাই সেন্ট্রাল অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস ৮.১০.২০১৮ তারিখে বন্ধ থাকবে। ওই একই কারণে ২২৮৪২ চেন্নাই সেন্ট্রাল-সাঁতরাগাছি অন্ত্যোদয়া এক্সপ্রেস ১০.১০.২০১৮ তারিখে বন্ধ থাকবে।

মোটর সাইকেল কেনার সুবিধা

স্টাফ রিপোর্টার: উৎসবের মরশুমে মোটর সাইকেল কেনার ক্ষেত্রে বিশেষ তিনটি সুবিধা আনল বাজাজ অটো। তারা জানিয়েছেন, প্রথমত, গ্রাহকের জন্য ড্যামেজ হলে, পাঁচ বছর পর্যন্ত বিনামূল্যে ইনসিওরেন্সের কভার পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, পাঁচবার সার্ভিসিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও খরচ হবে না। তৃতীয়ত, কয়েকটি নির্দিষ্ট মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে পাঁচ বছরের ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবে।

নতুন রেঞ্জের বডি ওয়াশ নিয়ে এল ব্লুসম কোচার

স্টাফ রিপোর্টার: উৎসবের মরশুমে প্রাকৃতিক গুণ সম্পন্ন বডি ওয়াশ বাজারে নিয়ে এল ব্লুজম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিক। চুল, মুখ ও দেহের জন্য ও ইন ওয়ান বডি ওয়াশ আনল এই সংস্থা। জ্যাসমিন ব্লুজম বডি ওয়াশ, অরেঞ্জ ব্লুজম বডি ওয়াশ প্লাস ব্লুজম বডি ওয়াশ আনল তারা।

ভারতের টাকার মূল্য হ্রাস পেয়ে ডলারের বিনিময় মূল্য ৭৪ টাকা ছাড়াল

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: আন্তর্জাতিক বাজারে এই প্রথম ভারতের টাকার মূল্য হ্রাস পেয়ে ডলারের বিনিময় মূল্য ৭৪ টাকা ছাড়াল। শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনিটারি পলিসিতে ঘোষণা করা হয়। জানানো হয় রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে শেয়ার বাজারেও এদিন ধস নামতে দেখা গিয়েছে। সেনসেক্স এবং নিফটি উভয় সূচকেরই বড় পতন দেখা গিয়েছে।

এদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি ঘোষণার পরেই টাকার মূল্য পড়ে যেতে দেখা যায়। তখন ডলারের সাপেক্ষে আরও ৫৫ পয়সা কমে গিয়ে ৭৪.১৩ টাকা হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, ক্রমশ বিদেশি মুদ্রা বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে এবং অপরিশোধিত তেলের দাম দিনে দিনে বৃদ্ধি পাওয়ায় কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ঘাটতি আর বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করেছেন।

দিশের শেষে সেনসেক্স ৭২৯.১৭ পয়েন্ট নেমে অবস্থান করছে ৩৪,৩৭৬.৯৯ পয়েন্টে এবং নিফটি ২৮২.৮০ পয়েন্ট নেমে অবস্থান করেছে ১০,৩১৬.৪৫ পয়েন্টে। তবে এক সময় সেনসেক্স এদিন ৯০০ পয়েন্টের বেশি নেমে গিয়েছিল অন্যদিকে নিফটিও পৌঁছে ছিল ১০,৩০০ পয়েন্টের দোরগোড়ায়।

ফের ভাড়া বৃদ্ধির দাবি বাস মালিকদের

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্য পরিবহণ দফতরকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ভাবার সময় দিল যাত্রী পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি সংস্থাগুলির মালিকরা। তার মধ্যে যদি ফের বাস ও মিনিবাসের ভাড়া বাড়ানোর কথা না-ভাবে প্রশাসন, তাহলে কঠিন কোনও পথ বাছতে বাধ্য হবেন মালিকরা। শুক্রবার বাস মালিকদের আলোচনায় এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

চার মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার বাস-মিনিবাসের ভাড়া বাড়ানোর জন্য রাজ্য পরিবহণ দফতরের কাছে আবেদন করলেন বাস মালিকরা। ১১ জুন যখন বাস ও মিনিবাসের ভাড়া বেড়েছিল, তখন ডিজেলের মূল্য ছিল লিটার প্রতি ৭০ টাকার আশেপাশে। কিন্তু, চার মাস পর আজ কলকাতায় ডিজেলের মূল্য হয়েছে ৭৪.৮০ টাকা/লিটার। বাস মালিকদের দাবি, এইভাবে নিয়মিত হারে জ্বালানি তেলের দাম যদি বাড়ে, তাহলে বাসের ভাড়া সেই অনুপাতে না-বাড়ালে তাঁদের পক্ষে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়।

শুক্রবার দুপুরে একসঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট, মিনিবাস অপারেটর্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ইনার অ্যান্ড ইন্ট্রা রিজিয়ন বাস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফেডারেশন অফ ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। আলোচনায় একমত সবাই-চার মাস আগে বাসের ভাড়া বেড়েছে, কিন্তু থমকে নেই জ্বালানির দামও। এই অবস্থায় বাসের ভাড়া আবার না বাড়ালে মালিকদের পক্ষে বাস নামানো সম্ভব নয়।

এই বৈঠক প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'সামনে দুর্গাপুজো। এই সময় রাজ্য সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলতে চাই না লক্ষ্মীপুজোর মধ্যে যদি বাসের ভাড়া নিয়ে রাজ্য সরকার নতুন করে না। সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে আমরা আবার মিটিং করে ঠিক করব বাস চালাব কি না। নিজেদের ক্ষতি করে আমরা ব্যবসা করতে পারব না।'

কেবলমাত্র ভাড়া বাড়ানোর আবেদনই নয়, পুজোর সময় পুলিশ যাতে যাত্রীবাহী বাস অধিগ্রহণ করতে না-পারে তার জন্যও আবেদন করছেন বাসের মালিকরা। কলকাতা পুলিশের কমিশনারের কাছে জয়েন্ট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আবেদন করে বলা হয়েছে, পুলিশ বাস অধিগ্রহণ করলে বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে ২৪ ঘণ্টা ডিউটি করতে হয়। এর জন্য ওই বাস কর্মীদের দিনে মাতর ৪০ টাকা খোরাকি বাবদ দেওয়া হয়। কিন্তু, ওই নামমাত্র খরচে কোনও বাস কর্মীই পুজো সময় পুলিশের কাজ বাস কাজ করতে চান না।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যারেজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হিমাদ্রি গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, 'মাত্র কয়েক মাস আগে ভাড়া বেড়েছে। আমি আশা করি না আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ফের ভাড়া বাড়াবে পরিবহণ দফতর। কিন্তু, এইভাবে চললে আমাদের পক্ষে ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। পুজোর সময় কলকাতায় বহু মানুষের সমাগম হয়।

ওই সময় স্কুল বন্ধ থাকে। আমরাও দর্শকদের নিয়ে গাড়ি বের করে কিছু লাভ করি। কিন্তু, এইভাবে চললে তো গাড়ি বের করাই যাবে না।'

পুজোর এক সপ্তাহ আগে বেসরকারি যাত্রী-পরিবহণের মালিকদের এমন বৈঠক রাজ্য প্রশাসনকে কিছুটা অস্বস্তিতেই রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। করচ বাড়তে থাকায় ১৭,৩৭,১৮-র মতো বেশকিছু রুটে বাসের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো কমে গিয়েছে।

পুজোর ছন্দে মাতো আনন্দে-এই বার্তা ডলার শুরু করল দেবীপক্ষে। শনিবার এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী পল্লবী চ্যাটার্জি, গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, ডলারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনোদ গুপ্তা, ফ্যাশন ডিজাইনার সর্বরি দত্ত, আইসিসিআরের রিজিওনাল ডিরেক্টর গৌতম দে।

আবগারী দফতরের আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: এক বোতলের দাম প্রায় ৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা! কেন এত দাম এই এক বোতল স্কচ হুইস্কির? এর ইতিহাস জানলে পান রসিকরা এমনিই বুঝে যাবেন।

এ যেন একেবারে তরল হিরা! ১৯২৬ সালে তৈরি হয় এই স্কচ হুইস্কি। তৈরি করে ম্যাককালান ডিস্টেলারি নামের একটি সংস্থা। ১৯২৬-এ তৈরির পর থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত, দীর্ঘ ৬০ বছর একটি কাস্কে ভরা ছিল এই স্কচ হুইস্কি। তারপর মোট ২৪টি বোতলে ঢালা হয়েছিল। এর মধ্যে ১২টি বোতলের গায়ে পিটার ব্লেক ও ১২টির গায়ে ভালেরিও আদেমি লেবেল সাঁটানো হয়েছিল। এর মধ্যে ভালেরিও আদেমি লেবেল সাঁটানো একটি স্কচ হুইস্কির বোতল স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে নিলাম হল ৮,৪৮,৭৫০ ইউরোয়, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায়। রিচাডল হার্ভে নামে এক হুইস্কি বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, এশিয়ার এক ব্যক্তি বিপুল অঙ্কে নিলামে কিনেছেন এই বোতলটি। তবে দুর্লাভ এই স্কচ হুইস্কির ক্রেতার নাম জানা যায়নি। এ বছরেই সংস্থার আর একটি হুইস্কির বোতল বিক্রি হয়েছিল প্রায় ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায়।

এক হুইস্কি বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, একে স্কচ, তার উপরে ৯২ বছরের পুরনো। এর স্বাদ আর গন্ধ একেবারে অতুলনীয়, দুর্লভ!

সঙ্গীত ও নাটক বিভাগের শিল্পীদের প্রশিক্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন সঙ্গীত ও নাটক বিভাগের শিল্পী ও নাট্যদলগুলি তাদের নিজস্ব বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শীঘ্রই জনসাধারণকে সঠিক পুষ্টি ও তার গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দেবে। এই শিল্পীদের জাতীয় পুষ্টি অভিযান সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের জন্য (৫ অক্টোবর) সল্টলেকের সঙ্গীত ও নাটক বিভাগে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী এ বছরের গোড়ার দিকে 'জাতীয় পুষ্টি অভিযানের উদ্বোধন করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসটিকে জাতীয় পুষ্টি মাস হিসেবে চিহ্নিত করেন। পুষ্টি সম্বন্ধে সাধারণ মানুসকে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো'র (পিআইবি) অতিরিক্ত মহানির্দেশক (প্রচারমাধ্যম ও যোগাযোগ) জেন নামচু প্রশিক্ষণ শিবিরের শিল্পীদের বলেন, যে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের রয়েছে। তিনি শিল্পী ও নাট্যদলগুলিকে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুষ্টি, সুস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বার্তা মানুষের কাছে এমনভাবে পৌঁছে দিতে বলেন, যাতে তাঁরা পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতে বাধ্য হন।

খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের ডেপুটি টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার এন এন তিওয়ারি জাতীয় পুষ্টি মিশনের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্যের সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অপুষ্টিকে একটি বড় মাপের সমস্যা হিসেবে দেখছে। এই সমস্য মোকাবিলার জন্য সরকার পুষ্টি বিষয়ক এই বিশেষ অভিযানটি চালু করেছে। অপুস্টির মাত্রা সারা দেশে এতটাই বেড়েছে যে এই জাতীয় মিশনটির রূপায়ণের ওপর সরকারে তরফে নজরদারি চালানো হচ্ছে। তিওয়ারি বলেন, আমাদের দেশে মানুষ এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহরের প্রয়োজনীতার বিষয়ে সচেতন নয়। দেখা গেছে যে, শিক্ষিত লোকেরাও ব্যয় সঙ্কোচনের জন্য নিজেদের ও পরিবারের পুষ্টি খাতে কম খরচ করেন। উপস্থিত শিল্পীদের তিওয়ারি বলেন, মানুষকে বোঝাতে হবে যে পুষ্টির ওপর খরচকে ব্যয় হিসেবে নয়, বরং সুস্বাস্থ্যের প্রতি বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। তিনি বলেন, পুষ্টি অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সদ্যোজাত শিশুদের প্রথম এক হাজার দিনে পুষ্টি ও সঠিক খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে মায়েদের অবগত করা।

কারণ, এই সমকালেই শিশুর মানসিক ও দৈহিক বিকাশ ঘটে। এছাড়া, শিল্পীদের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঠিক খাদ্যের উপকরণ, স্থানীয় বাজারে উপলব্ধ খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে থেকে খাদ্যের ভারসাম্য বজায় রেখে আহার গ্রহণ করার গুরুত্ব এবং তার সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্বও মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। সেজন্য জাতীয় পুষ্টি মিশনের পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রচারও প্রয়োজনীয়। তিওয়ারি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেশ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছে যে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ভিটামিন 'এ', আয়রন ও আয়োডিনের অভাব রয়েছে।

আজকের প্রশিক্ষণ কর্মশিবিরে আকাশবাণীর পদস্থ আধিকারিক কৃষ্ণ শর্বরী দাশগুপ্ত অংশ নিয়ে জানান যে পুষ্টি সম্বন্ধে মানুষকে সঠিক তথ্য দিতে আকাশবাণীও বহু অনুষ্ঠানে করছে। কর্মশিবিরে বিশিষ্টজনদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক প্রচার ব্যুরো'র যুগ্ম অধিকর্তা এ কে এ লাকরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে তৈরি অত্যাধুনিক ব্যাটারি চালিত গাড়ি চিনে পাঠানোর পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: দেশে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক ব্যাটারিচালিত গাড়ি। আর সেই গাড়ি পাঠানো হবে চিনে। প্রাথমিকভাবে চিনের বাজারকেই বেছে নেওয়া হয়েছে ভারতের তরফে। কেডব্লুআইডি তৈরি করেছে হ্যাচব্যাগ মডেল ইভি, আর তারই ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। আগামী বছরেই হয়ত চিনের রাস্তায় চলবে ভারতে তৈরি এই গাড়ি।

সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, একবার ফুল চার্জ দেওয়া হলে ২৫০ কিলোমিটার ছুটতে পারবে ওই গাড়ি। তবে ভারতের বাজারে এই মডেলের যা বৈশিষ্ট্য, চিনে রফতানি করার আগে এর কিছু পরিবর্তন করা হবে। ফ্রেমেও কিছু পরিবর্তন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। চেন্নাইয়ের ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করেছেন এই ব্যাটারিচালিত গাড়ি।

দেখা যাচ্ছে, ভারতে এই গাড়ি বিক্রি হয়েছে ৪০ লক্ষ আর চিনে বিক্রি হয়েছে ২ কোটি ৭০ লক্ষ। তাই স্বাভাবিকভাবেই চিনের দিকে সংস্থার আগ্রহ বাড়ছে বলে ওই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। আপাতত ইলেকট্রিক গাড়ির সব থেকে বড় মার্কেট হল চিন। এমনটাই জানিয়েছেন, রেনল্ট-নিসান, মিৎসুবিসি অ্যালায়েন্সের গ্লোবাল চেয়ারম্যান কার্লোস ঘোষণা।

উন্নত পদ্ধতিতে নারকেল চাষ, পরামর্শ উদ্যান পালন দফতরের

স্টাফ রিপোর্টার: নারকেল চাষের বিষয়ে চাষিদের পরামর্শ দিচ্ছে উদ্যানপালন দফতর। দফতরের বক্তব্য, অর্থকরী ফসল হিসাবে এই চাষে ব্যাপক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সঠিক পরিচর্যায়। চাষ করলে চারা বোনার বেশকিছু সময় পর থেকেই ফলন মেলে। তবে সুস্থ চারা নির্বাচনের বিষয়ে যথেষ্টই সতর্ক থাকতে হবে। লাগানোর বেশ কয়েক বছরের মধ্যেই ফল ধরতে শুরু করে। ফলন মেলে সারা বছরই। উপযুক্ত জাতের চারা নির্বাচন করে চাষে চাষিদের লাভের সম্ভাবনা অনেকটাই। ইদানিং শিলিগুড়িতে অনেকে বাড়ির ছাদ, বারান্দায় শখেও নারকেল চাষ করছে। তবে চাষিরা জলদি জাতের নারকেলের চারা নির্বাচন করলে সহজেই লাভ করতে পারবেন। এমন গাছ সারিতে লাগালে বাণিজ্যিকভাবেও উৎপাদন সম্ভব। অর্থকরী ফসল হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই চাষে জৈব সার প্রয়োগ করলে তার নারকেল গাছের পক্ষে খুবই উপকারী হবে। সেচের ব্যবস্থা ভাল হয়। সময়মতো ফুস আসা, ভাল ফলন, উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য চারা লাগানোর এক বছর বয়স থেকেই নিয়ম করে সার ব্যবহার করতে হবে। বর্ষার শুরুতে মাটিতে রস থাকে। সেই সময় গাছ প্রতি ২৫-৩০ কেজি জৈব সার প্রয়োগ করলে ভাল হয়। যেখানে চারা লাগানো হবে সেখানে জলের ব্যবস্থা করতে হবে। উইপোকা দমনে বীজ লাগানোর আগে মাটিতে ক্লোরোপাইরিফস প্রয়োগ করলে এই পোকার হাত থেকে রেহাই মিলবে। এক বছর বয়সি গাছগুলির মধ্যে যেগুলির গোড়ার বেড় ১০ সেন্টিমিটার হবে সেই চারাগুলিকে মূল জমিতে লাগাতে হবে। জমিতে নিয়মিতভাবে সেচ দেওয়া হলে গাছের বৃদ্ধি, ফলন ভাল হবে। উদ্যানপালন দফতর জনাচ্ছেন, এই চাষে গাছে লালপোকা, পাতা খাওয়া পোকা, ইউপোকা, ইঁদুরের আক্রমণ খুবই বেশি হয়। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। নারকেল গাছে বেশকিছু রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে। এই চাষে কুঁড়ি শুকিয়ে যাওয়া, ঢলে পড়া, অপুষ্টিজনিত কারণে ফল ঝরে পড়ার মতো বিষয়গুলি বেশি করে লক্ষ করা যায়। বোর্দো মিশ্রণ প্রয়োগ করলে এসব নিয়ন্ত্রর করা যায়। বেরাক্সের প্রয়োগেও এসব নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ৫১ লক্ষের বেশি বাড়ি

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (শহর) অধীনে প্রায় ৫১ লক্ষের বেশি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। যদিও, গত তিন বছরে এক কোটি বাড়ি তৈরির কথা ছিল। হাউজিং মন্ত্রণালয় জানাচ্ছে, আগের হাউজিং স্কিমে নয় বছরে মোট ১২.৮ লক্ষ বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সেই তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে মোদী সরকার।

অনুমোদিত ৫১ লক্ষ বাড়ির মধ্যে ২৮ লক্ষেরও বেশি বাড়ির ভিত ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাড়িগুলির বিভিন্ন পর্যায়ের কাজও চলছে। অন্যদিকে, ৮ লক্ষেরও বেশি বাড়ি পুরোপুরিভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৮ লক্ষের মতো বাড়িতে ইতিমধ্যেই বসতি গড়েছেন সাধারণ মানুষ।

Balurghat Panchayat Samiti & Balurghat Development Block
Notice inviting E-Tender & E-Quotation
E-Tender & E-Quotation is hereby invited on behalf of E.O. & B.D.O. Balurghat in percentage rate & Quotation rate vide NIT Memo No. 1613/PS & NIQ Memo No. 1614/PS. Dated-05/10/2018 for details information visit the Website http://wbtenders.gov.in. Last date of bid submission 22/10/2018 at 18.30 hours.
Sd/-
Executive Officer & Block Development Officer
Balurghat, Dakshin Dinajpur.

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অধরাই

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধি নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। যা নিয়ে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মধ্যে। এই বিষয়ে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিলে ৫০ লক্ষের বেশি সরকারি উপকৃত হবে। যদিও মনে করা হচ্ছে পুজোর পরেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কারণ বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। আর তার আগেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

যদিও এর মধ্যে একাধিক রাজ্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠন থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই তালিকায় উত্তরপ্রদেশ সরকার সহ একাধিক রাজ্য রয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি এই বিষয়ে। যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের। যদিও প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইতিমধ্যে শিক্ষকদের জন্যে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনেছে ওড়িশা সরকার। ফলে ব্লক শিক্ষক সবারই বেতন বাড়তে চলেছে। খুব শীঘ্রই তা কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশি লক্ষাধিক ব্লক শিক্ষক।

অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ সরকার তাদের কর্মীদের জন্যে ডিএ ঘোষণা করতে চলেছে। এই মাসেই ডিএ ঘোষণা করা হতে পারে। একই সঙ্গে দিওয়ালির বোনাস দিতে পারে যোগী সরকার। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন লক্ষাধিক রাজ্য সরকারি কর্মী। পাশাপাশি হরিয়ানা সরকারও কর্মীদের জন্যে ডিএ ঘোষণা করছে। ২ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করা হতে পারে। ১ জুলাই থেকে তা কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে।

GOVT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Executive Engineer, Electrical Construction Division, (P.W.D), New Office Complex Building [5th Floor], Bhabani Bhawan, Alipore, Kolkata – 700 027 invites item rate Tender from bonafide agencies having valid Trade License, PAN, GST & Professional Tax clearance certificates against **NIT 33/Q of ECD of 2018-2019 vide memo no. 2213 dated 06.10.2018. NAME OF WORK: "Provision of temporary lighting, technical and additional support (Audio & Video) and other allied electrical arrangements for the venue at different locations, arrangements of temporary generator sets for the programme etc. in connection with the inauguration of Kolkata House (The Convention Centre)"**. Stipulated Period: **To be completed on or before 23.10.2018. Date of Application: up to 3.00 P.M. on 12.10.2018** Date of Collection of Tender Documents: **up to 5.00 P.M. on 12.10.2018.** Date of Submission of Tender Documents: **up to 2.00 P.M. on 20.10.2018**. Date of opening of Tender Documents: **after 2.00 P.M. on 20.10.2018**. Details of Tender documents may be obtained from the office of the undersigned during office hours.
Sd/-
Executive Engineer, PWD Electrical Construction Division

NOTICE INVITING QUOTATIONS UNDER ASSISTANT ENGINEER (PWD), KOLKATA NORTH SUB DIVISION-II
Sealed Tenders are hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Kolkata North Sub-Division-II from Bonafide Firms/Agency(s) having experience and credentials (last 5 years) for the special type of work " Consultancy work for comprehensive planning and design of fire fighting system" etc. during the year 2018-19. (i) NOTICE INVITING QUOTATION NO:- WBPWD/AE/KNSD-II/NIQ-02/18-19:- **10 (Ten) nos of Godowns under West Bengal Beverage Corporation Ltd. within the campus of GFD, Cossipore at 39, Gopal Chatterjee Road, Kolkata-700002**. (ii) NOTICE INVITING QUOTATION NO:-WBPWD/AE/KNSD-II/NIQ-03/18-19:- **For the proposed G + 8 Storied Academic Building at Birla Institute of Technology at 56, B. T. Road, Kolkata – 700030. Last date & time for receipt of application for Technical eligibility. :- 10.10.2018 Up to 2.00 P.M. Last date & time for issue of Quotation Papers to eligible agencies. :- 12.10.2018 Up to 2.00 P.M.** Last date & time limit for receipt of Quotations in sealed cover :- **29.10.2018 Up to 2.00 P.M**. in the tender box kept in the chamber of Assistant Engineer (P.W.D.), Kolkata North Sub- Division – II. Further Corrigendum and addendum, if issued, will be published only on departmental web site. All other details are available in etender.wb.nic.in & www.pwdwb.in as well as in this office notice.